যুগান্তর

তারিখ ... 11 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2 ......

মাদ্রাসা পাঠ্যক্রমের আধুনিকায়ন প্রস্তাবনা কমিটিতে প্রেরণ

যুগান্তর রিপোর্ট

মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া ফের পিছিয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। মাদ্রাসা বোর্ডের পক্ষ থেকে বাংলা-ইংরেজিতে দুই পত্র (২০০ নম্বর করে ৪০০ নম্বর) চালুর সুপারিশসহ 'কারিকুলাম সংস্কারের' যে প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে, তা পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা সংক্রান্ত মেইনস্ট্রিম কমিটি নামে একটি কমিটির কাছে। অথচ গত প্রায় চার মাস ধরে আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে ওই প্রস্তাবনা তৈরি হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র মতে, আরও বিচার-বিশ্লেষণের জন্য সেটি ওই কমিটিতে পাঠানো হলেও মূলত সরকারের উচ্চপর্যায় এবং শিক্ষামন্ত্রীর এ ব্যাপারে আগ্রহ ও ইচ্ছা জানিতে অনুমোদন না দিয়ে নিরীক্ষার নামে সময়ক্ষেপণের আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

সোমবার সচিব সৈয়দ আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ওই সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভা থেকে প্রস্তাবনা পাঠানো হয় মেইনস্ট্রিম কমিটির কাছে। সভায় মন্ত্রণালয়ের কলেজ, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কারিগরি উইংয়ের যুগ্ম সচিবরা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মাদ্রাসা বোর্ড ও কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানরা এবং এসইএসডিপি'র প্রকল্প পরিচালক উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র জানায়, শিক্ষা সচিব বৈঠকে বলেন, বিষয়টি আরও পর্যালোচনা করতে হবে। এ ব্যাপারে 'মাদ্রাসা সংক্রান্ত মেইনস্ট্রিম কমিটি' আলেমদের সঙ্গে বৈঠক করে এবং সরকারের নীতি-নির্ধারকদের মতামত নিয়েই চূড়ান্ত অনুমোদন করা হবে কারিকুলাম।

সূত্র জানায়, সরকারেরই সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (এসইএসডিপি) অধীনে মাদ্রাসা শিক্ষার বিদ্যমান কারিকুলামের পরিবর্তন করে যুগোপযোগী করার সুপারিশ করা হয়েছিল। এসইএসডিপি ও মাদ্রাসা বোর্ড যৌথভাবে কারিকুলামের পরিবর্তন ও আধুনিকায়নের প্রস্তাব প্রণয়ন করেছে। মাদ্রাসা বোর্ড তাদের সুপারিশ প্রণয়নের আগে আলিয়া মাদ্রাসায় প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করে তাদের মতামত নিয়েই আধুনিকায়নের প্রস্তাব ও সুপারিশ প্রণয়ন করেছিল বলে সূত্র জানায়। বিশেষজ্ঞদের সুপারিশে প্রণীত কারিকুলামের অনুমোদন না দিয়ে আরও পর্যালোচনার নামে কমিটির কাছে পাঠানোকে সংশ্লিষ্টরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গড়িমসি বলে আখ্যায়িত করেন।

মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবের (মাদ্রাসা-কারিগরি) নেতৃত্বে কার্যকর 'মাদ্রাসা শিক্ষা সংক্রান্ত মেইনস্ট্রিম কমিটি'র কাছে সুপারিশ পাঠানো হলেও, কবে বা কতদিনের মধ্যে পর্যালোচনা রিপোর্ট ফেরত দিতে হবে তা বলা হয়নি। ফলে প্রণীত কারিকুলাম কবে নাগাদ চূড়ান্ত অনুমোদন পাবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিল বলে সূত্র জানায়।

প্রসঙ্গত, প্রস্তাবনায় আগামী শিক্ষাবর্ষ (২০১০ সাল) থেকে মাদ্রাসায় দাখিল স্তরের পাঠ্যসূচিতে বাংলা ও ইংরেজিতে ২০০ নম্বর বাধ্যতামূলকসহ নতুন পাঠ্যক্রমের আওতায় পাঠদান শুরুর কথা ছিল। বর্তমানে বাংলায় ১০০ এবং ইংরেজিতে ১০০ নম্বরের পাঠ্যক্রম রয়েছে এখানে। এটি চালু হলে ২০১২ সালের দাখিল পরীক্ষায় ৪০০ নম্বরের বাংলা ও ইংরেজি পরীক্ষায় অংশ নেবে শিক্ষার্থীরা। এছাড়া মাদ্রাসায় বিজ্ঞানের শাখাও চালুরও সুপারিশ ছিল এতে।